19

শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

ব্যবস্থা থাকা উচিত

(১ম পৃঃ পর)

দেশের সব কলেজে নেই। যদিও কলেজ পর্যায়ে অনার্স কোর্স চালু করার জন্যে যে চাপ রয়েছে তা প্রতিহত করা কঠিন ব্যাপার। ফলে অধোমুখী মানের সৃষ্টি হচ্ছে।

এই সমস্যার মোকাবিলার জন্যে পরিকল্পনা কমিশন দুটি প্রস্তাব দিয়েছেন। প্রথম প্রস্তাব হলো—বর্তমানে যেভাবে বা যে আকারে পাস কোর্স ও অনার্স কোর্স চালু রয়েছে তা বিলোপ করে কেবলমাত্র একটি শিক্ষাধারা প্রবর্তন করা। দ্বিতীয় বিকল্প প্রস্তাব হলো—অনার্স ও পাস কোর্সের জন্যে অভিন্ন মেয়াদ ধার্য করে এই দুটি শিক্ষাধারার মধ্যে সমন্বয় সাধন করা। এই দ্বিতীয় প্রস্তাবের ক্ষেত্রে অনার্সের ছাত্র ছাত্রীদেরকে একটি পছন্দসই বিষয়ে অতিরিক্ত কোর্স করতে হবে।

শিক্ষাদানকারী বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ (টিচিং ইউনিভার্সিটিজ) কর্তৃক ডিগ্রী কলেজসমূহকে 'এফিলিয়েশন' দানের যে পদ্ধতি এখন চালু রয়েছে তারও সমালোচনা করেছেন পরিকল্পনা কমিশন। কমিশন মনে করেন যে এতে কোন কার্যকর উদ্দেশ্য সাধন হচ্ছে না। এ জন্যে দেশে 'এফিলিয়েটিং বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ' স্থাপনের চিন্তাভাবনার জন্যে কমিশন বক্তব্য রেখেছেন।

দেশের ডিগ্রী কলেজসমূহের 'ইন্টারমিডিয়েট সেকশনের' এফিলিয়েশন দিচ্ছে শিক্ষা বোর্ড। 'ডিগ্রী সেকশনের' এফিলিয়েশন দিচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়। পরিকল্পনা কমিশন মন্তব্য করেছেন—এই ব্যবস্থার ফলে দেশের ডিগ্রী কলেজসমূহের প্রশাসনে অপ্রয়োজনীয় জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে। কমিশন বলেছেন যে—এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে 'এইচএসসি' বা 'উচচ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট'কে কলেজ শিক্ষার অংগ হিসাবে বিবেচনা করা উচিত এবং ডিগ্রী কলেজসমূহের মতোই তার একই 'এফিলিয়েটিং কর্তৃপক্ষ' থাকা উচিত।

বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন বিভাগ চালু করা সম্পর্কেও মন্তব্য করেছেন পরিকল্পনা কমিশন। কমিশন বলেছেন যে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে অপরিকল্পিতভাবে বিভাগসমূহ চালু করার ফলে প্রায়ই সম্পদের অপচয় হচ্ছে। কমিশন মন্তব্য করেছেন—'বিভাগসমূহের আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞানসম্মত পুনর্গঠন (ইন্টার ইউনিভার্সিটি র‍্যাশনালাইজেশন অব ডিপার্টমেন্টস)-এর জন্যে তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনাকালে সচেতন ও সুচিন্তিত প্রচেষ্টা গ্রহণ করা উচিত।

এ প্রসংগে পরিকল্পনা কমিশন আরও মন্তব্য করেছেন যে—কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছু বিভাগ হয় তো ধীরে ধীরে বন্ধ করে দেয়া যেতে পারে। এবং এসব বিভাগের শিক্ষকদেরকে অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিন্ন অথবা একই ধরনের বিভাগসমূহকে শক্তিশালী করার জন্যে সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে বদলী করা যেতে পারে। কমিশন বলেছেন—উল্লিখিত আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক বিনিময় প্রাথ-

পরিকল্পনা কমিশন বক্তব্য রেখেছেন। কমিশন বলেছেন যে—এই 'জাতীয়করণ'-এর ফলে সরকারী বাজেটের ওপর বাড়তি বোঝা চাপছে এবং সরকারী ও বেসরকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে শিক্ষা খাতে সরকারী ব্যয়ের ব্যবধান প্রসারিত করতে সাহায্য করছে। এটা 'জনগোষ্ঠীর সম্মিলিত শরীকানা' (কমিউনিটি পার টিসিপেশন) বৃদ্ধির সরকারী নীতির পরিপন্থী। জাতীয়করণের নীতি বর্তমান সময়ের জন্যে চালু থাকবে কি থাকবে না এ সম্পর্কে একটি স্পষ্ট ও স্থিরনিশ্চিত অবস্থান গ্রহণ করা প্রয়োজন।

'পিটিআই গ্রাজুয়েট'দের মধ্য থেকে প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষক নিয়োগ প্রসংগেও মন্তব্য করেছেন পরিকল্পনা কমিশন। কমিশন বলেছেন যে—'পিটিআই পাস করা অনেকেই শিক্ষকতা পেশাকে গ্রহণ করছেন না। সম্পদ অপচয় এবং এই সমস্যাকে মোকাবিলার জন্যে পরিকল্পনা কমিশনের বক্তব্য হলো,—ভালো শিক্ষাগত পটভূমিযুক্ত ব্যক্তিবর্গকে প্রথমে প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ করতে হবে। পরে তাদেরকে 'পিটিআই ট্রেনিং'-এর জন্যে পাঠাতে হবে। সংগে সংগে তারা যাতে শিক্ষকতা পেশার সংগে যুক্ত থাকেন তার নিশ্চয়তা বিধানের জন্যেও যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

21 MAY 1989
কলাম ৭